থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

THESPIAN

MAGAZINE

An International Refereed Journal of Inter-disciplinary Studies

Santiniketan, West Bengal, India

DAUL A Theatre Group©2013-23

Title: Milon Mukhopadhyay-er Natak *Ghora Ghora*: Madhyabitter Sankat

Author(s): Braja Sourav Chattopadhyay

Yr. 11, Issue 17-22, 2023

Autumn Edition
September-October

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

মিলন মুখোপাধ্যায়ের নাটক *ঘোড়া ঘোড়া*: মধ্যবিত্তের সংকট

ড: ব্রজ সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, নাট্যশিল্পী, প্রাবন্ধিক ও ছোটোগল্পকার, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ

নাটককে বলা হয় সমাজের দর্পণ। আসলে যদিও সমাজ বর্হিভূত কোনোকিছুই সাহিত্যের পদবাচ্য নয়, তবুও নাটকের মাধ্যমেই সমাজচিত্র যুগে যুগে বারবার উঠে এসেছে একাধিক নাট্যকারের কলমে। সমাজকে চালচিত্র করে তার মধ্যে শৃঙ্খল আঁচড়ে তৈরি হয়েছে নাটকের চরিত্ররা। মিলন মুখোপাধ্যায়ের 'ঘোড়া ঘোড়া' নামক স্বল্পায়তনের একাঙ্ক নাটকটি সমাজচিত্রণের অভূতপূর্ব দলিল।

স্বাধীনতা উত্তরকালের গল্প বর্ণিত হয়েছে এই নাটকে। জুয়া, রেস, মদ, নারীসঙ্গ প্রভৃতির পাশাপাশি অবক্ষয়ী বাকি সমাজের দুঃখ, যন্ত্রণা ও আর্তি প্রকাশ পেয়েছে নাটকের মধ্যে। সমগ্র প্রবন্ধে সেই দিকগুলিকে বিশদে বিচার বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করাই সমাদের লক্ষ্য।

Article History

Received **31 Dec. 2023**
Revised **13 Mar. 2024**
Accepted **03 June 2024**

Keywords

নাটক; চরিত্র; অবক্ষয়ী সমাজ; হতাশা

মিলন মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পরিচয়, তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী। ছবি নিয়ে তাঁর কারবার। ছবির জন্য দেশে ও বিদেশে বহুবার বহুজায়গায় তিনি আমন্ত্রিত ও প্রশংসিত হয়েছেন—"৬০ ও ৭০-এর দশকে শিল্পী মিলন ইউরোপের প্রধানত ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, স্পেন, সুইডেন এবং ইংল্যান্ড সফর করেছেন ১৯৭২ সালে শিল্প-নগরী প্যারিসে তাঁর প্রথম সফল চিত্র প্রদর্শনী হয়েছে" (শাশমল ১০৩)। তাঁর ছবির চরিত্রেরা

কখনো উদ্বাস্তু কখনো বা পৌরাণিক। একাধারে এই বিচিত্র ছবির জগৎ থেকেই মিলন মুখোপাধ্যায় সাহিত্যের দরবারে হাজির হন। ছোটোগল্পের পাশাপাশি নাটকেও তিনি সমান সাবলীল। তবে আমাদের আক্ষেপের বিষয় তাঁর রচিত নাটক কখনো অভিনীত হয়নি কোনো অজ্ঞাত কারণে।

নাটকের বই হিসাবে স্বল্পায়তনের *যদিও সঙ্গী* বইটির দ্বিতীয় নাটক আমাদের আলোচ্য *ঘোড়া ঘোড়া*। মঞ্চের প্রয়োজনেই যে নাটকটি রচিত সে বিষয়ে সন্দেহই থাকেনা যখন আমরা দেখি সম্পূর্ণ নাটকটি 'নাট্য নির্দেশ' সমেত রচিত। এমনকি শব্দ, আলো ও যন্ত্রানুষঙ্গের পূর্ণ ব্যবহারলিপিও মিলন মুখোপাধ্যায় নিজেই লিখে রেখেছেন নাটকের মধ্যে।

নাটক শুরু হয় তিনজন মদ্যপ চরিত্রকে নিয়ে। এরা প্রত্যেকেই ঘোড়দৌড়ের মাঠে নিজেদের লড়িয়ে দিয়েছে ইচ্ছে মতো। বাজি রেখেছে, সেই বাজি রেখে সর্বস্বান্ত হয়েছে কালীপদ, প্রচুর জিতেছে জগবন্ধু ঘোষ ও সামান্য মাসমাইনেটুকু সম্বল রাখতে পেরেছে পি.কে.নায়ার। ঘটনাচক্রে তিনজনেই অসমবয়সী বন্ধু এবং দীর্ঘদিনের রেসুরে।

পরিত্যক্ত রেসের মাঠের পাশে ময়দানে যখন সন্ধে বিস্তৃত, তখন নাটকের শুরু। হালকা সংলাপে নাটক শুরু হলেও নাট্যকার মিলন বেশি সময় ব্যয় করেননি চরিত্রগুলির অন্তর্বয়ন পাঠক অথবা দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। তিনজনের সংলাপ চলাকালীনই তাই অকস্মাৎ নাট্যনির্দেশে আমরা দেখতে পাই—"সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল, ও কয়েক সেকেণ্ড পর একটিমাত্র স্পট্ লাইটে দেখা গেল শুধু কালীপদকে। দাঁড়িয়ে সামান্য টলছে। দরজার কড়া নাড়ার ভঙ্গি করে। ২ বার বিরক্তি মুখে। দরজা যেন কেউ খোলে। কালু যেন চৌকাঠ পেরিয়ে এগোতে যায়—পাশের ঘরে বৃদ্ধ-রুগ্ন বাবা যেন বলে..." (মুখোপাধ্যায় ৯১)। বৃদ্ধ ও রুগ্ন বাবার সঙ্গে কালীপদর একক সংলাপ চলে। নাটক রচনায় এ ধরনের প্রয়োগটি যথেষ্ট আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে আমাদের। পরবর্তীকালে আমরা কালীপদকে আবার এই একক

সংলাপ চালিয়ে যেতে দেখি তার স্ত্রী এবং ডাক্তারবাবুর সঙ্গে। আমরা জানতে পারি, বিশাল কিছু জিতবার আশায় হতভাগ্য কালীপদ সমস্ত কিছু দিয়ে বাজি ধরলেও রেসের মাঠে সে পরাজিত। হাসিখুশি কালীপদ ক্রমশ মদ খেতে খেতে একসময় বেহেড় হয়ে পড়ে।

শুধুমাত্র কালীপদই নয়, চরিত্রের অন্তর্বয়ান আমরা খুঁজে পাই বাকি দুটি চরিত্রের মধ্যেও। নাট্যকার এখানেও আশ্রয় নিয়েছেন একক সংলাপের। ঘোষ, অর্থাৎ জগবন্ধু ঘোষকে আপাত নিরীহভাবে দেখলে সুখী এক পরিবারের যে সামান্য আভাস পাওয়া যায়, পাওয়া যায় ঘোষের অফুরন্ত যৌবনের হদিস তা নিমেষেই ভেঙে দেন নাট্যকার, যখন মদ্যপ ঘোষ খিস্তি দেয়, যখন আমরা জানতে পারি এগারো জন সন্তান নিয়ে সুখে সংসার করার যে গল্প এযাবৎ তিনি বাকিদের শুনিয়েছেন তার সমস্তটাই মিথ্যা। আসলে ঘোষ নিঃসন্তান। আর তার গূঢ় রহস্যটি ঘোষ নিজেই উন্মোচন করেছেন—"সব বানানো—সব মিথ্যা! আমার একটাও বাচ্চা নেই—বাচ্চা পয়দা করার ক্ষমতা আমার নেই! —আমি ইমপোটেন্ট!!! (চীৎকার করে) আমার বউ আমাকে ঘেন্না করে—বেশ করে—বেশ করে!" (মুখোপাধ্যায় ৯৪)।

উপরিউক্ত দুই চরিত্রের মতো নায়ারের সংকটও আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে, যখন আমরা জানতে পারি নায়ার হতভাগ্য এক প্রেমিক। সামান্য চাকুরে বলে বাবলি নামক মেয়েটির কাছে তার প্রেম পূর্ণতা পায়নি।

তিনজনের তিনরকম দুঃখ যন্ত্রণা নিয়েই, আসলে শত বিরূপতা থাকলেও তিনজন তিনরকমভাবে এই নাটকে বন্ধু হয়ে পানপাত্র তুলে নিয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মধ্যবিত্ততা এদেরকে মিলিয়ে দিয়েছে একসূত্রে। ক্রমাগত দেখতে থাকা স্বপ্নগুলোর ভঙ্গুর পরিস্থিতি এদেরকে কোথাও এক করে দিয়েছে।

চরিত্রচিত্রশালা এখানেই শেষ হয়ে থাকেনি এই ছোট্ট একাঙ্কটিতে। মূল তিনজন ছাড়া একজন ঝালমুড়িওয়ালা, একজন দেহপসারিনী ও একজন পাগলকে আমরা দেখতে পাই এই নাটকে। তাদের উপস্থিতি এই নাটককে যেমন

গতিদান করেছে তেমনি পারস্পরিক সংকটকে আরো ঘনীভূত করেছে তাদের উপস্থিতি।

যেমন ঝালমুড়িওয়ালার উপস্থিতিতে ঘোষ চরিত্রকে আমরা কিছুটা অসংবৃতভাবে দেখতে পাই। তার আচরণ এগারোজন সন্তানের বাবার মতো আর থাকেনা। কিশোর বয়সের ঝালমুড়িওয়ালার পরিপুষ্ট দেহ আঁকড়ে ধরে সম্ভোগের সুরেই ঘোষ আউড়ে যেতে থাকে—"তোর শরীরটা বেশ নরম তো—আমুল বাটার—অ্যাঁ—আমুল বাটার" (মুখোপাধ্যায় ৯২)। আর ঠিক এর পরক্ষণেই আমরা জানতে পারি ঘোষ 'ইমপোটেন্ট'।

অতঃপর মঞ্চে আবির্ভাব ঘটে দেহপসারিনী চরিত্র রমার। রমার উপস্থিতি অংশের নাট্য নির্দেশটি রমা চরিত্রটিকে চিনতে সুবিধা করে দেয় আমাদের—"ক্যাটক্যাটে কুৎসিৎ লাল রংয়ের শাড়ী পরনে। মুখে সাদা পাউডার, কপালে সিঁদুর। ঠোঁটে ভয়ংকর লিপস্টিক। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে হাসছে, হাসির দমকে শরীর দুলে দুলে বেঁকে যাচ্ছে" (মুখোপাধ্যায় ৯৭)। রমার রমাশ্রেণির বন্ধুরা 'খদ্দের' জোগাড় করে চলে গেলেও রমা পারেনি। সে মরিয়া হয়ে উঠেছে এই তিনজনের কাছে রোজগারের আশায়। রমার উপস্থিতিতে মাতাল ঘোষ উৎসাহী হয়ে উঠলেও বাকি দুজন যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। এমনকি নায়ার উন্মত্তের মতো রমাকে দেহব্যবসা ছেড়ে ভিক্ষা করে জীবন নির্বাহ করার উপদেশ দিলে সমাজের নগ্ন ছবিটি অকস্মাৎ স্পষ্ট হয়ে ওঠে রমার আক্রমণাত্মক সংলাপে—"তুমে দেবে ভিক্ষে? (নায়ার থতোমতো খেয়ে যায়) ভিক্ষে চাইলে কোনো শোরের বাচ্চাও নেয় না, সব সসলা দেয় গতর দেখে—গতরেও আর দেখার বিশেষ কিছু নেই তাই খাটাতে হয়—খেটে খায়—হুঁ—সব বড় বড় বাত্তেলা (ভেঙ্গিয়ে) ভিক্ষে করতে পারো না—" (মুখোপাধ্যায় ১০০)। ক্রমশ দরদাম চলতে থাকে। সামান্য নাচের দর ঠিক হয় ১৫ টাকা। অদ্ভুত সেই পরিবেশে নাচ শুরু করে রমা। নাচের শেষে পয়সা পেলে হতভাগ্য রমার উক্তি—"ছেলের ট্যাবলেট—রাতের রুটি হয়ে যাবে" (মুখোপাধ্যায় ১০২)। দেহপসারিনীর মাতৃরূপ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নাটক আর সামান্য এগোলেই অনিবার্যভাবে এসে পড়ে করাল রাজনীতির ছোবলে পড়া অসহায় এক বৃদ্ধ। পূর্বোক্ত রমা চরিত্রের মধ্যে মাতৃত্বের স্বরূপ আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম পাগল ও হতদরিদ্র বৃদ্ধের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই হতভাগ্য এক পিতার চিরকালীন আর্তনাদ। শুধুমাত্র রাজনীতি করার জন্য বৃদ্ধের পুত্র সুকুমারকে বীভৎস অত্যাচার করে খুন করা হয়। সমসাময়িক নকশাল আন্দোলনে আন্দোলনকারীদের ওপর নিপীড়নের সামান্য প্রতিচ্ছবি এখানে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু নাট্যকার সরাসরি কোনো আন্দোলনের নাম নেননি নাটকে। বৃদ্ধ পাগলের উপস্থিতিতে টালমাটাল হয়ে ওঠে ফের পরিস্থিতি। সুকুমারের হত্যাদৃশ্য ভয়ঙ্কররূপে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে আমাদের কাছে এভাবে—"সুকুমার, সুকুমার যাচ্ছে... আস্তে আস্তে হাঁট্ বাবা, নাড়ীভুঁড়িগুলো সব বেরিয়ে আসছে... রক্ত বন্ধ হচ্ছে না...তোর মুখাগ্নি করতে হবে— কিন্তু তোর মুখ কই... তোর মুখ কই..." (মুখোপাধ্যায় ১১০)।

এভাবে ক্রমাগত তিনরকম ভিন্ন ভিন্ন পার্শ্বচরিত্রের আগমনে নাটক যত এগোয় ততই পরিণতি ঘনিয়ে ওঠে, বলা যেতে পারে বৃদ্ধের প্রস্থানের পর পরই নাটকের সংকটকাল ঘনিয়ে উঠতে থাকে ক্রমশ। পুরো মাসমাইনে রেসের মধ্যে হেরে কালীপদ ঘোষের কাছে একমাসের মাইনে ধার চায়। কারণ তার বাড়িতে অসুস্থ শিশু, টি.বি তে ভোগা বাবা অপেক্ষমান তার জন্য। স্বাভাবিকভাবেই ঘোষ টাকা ধার দিতে চায় না। ঠিক এখান থেকেই ঘনিয়ে ওঠে নাটকের সংকট মুহূর্ত।

টাকা দেওয়ার বদলে ঘোষ ঘোড়দৌড়ের কথা বলে। শুধু পার্থক্য থাকে সামান্য। ঘোড়ার বদলে এখানে হামাগুড়ি দিয়ে একেবারে ঘোড়ার মতোই দৌড় দেবে ঘোষ ও কালীপদ। যদি কালীপদ জেতে তাহলে ঘোষের কাছে থাকা রেস খেলে জেতা সমস্ত টাকা তার, আর কালীপদ যদি হারে তাহলে কালীপদর অবশিষ্ট সম্বলটুকুও ভাগ করে নেবে ঘোষ আর নায়ার।

আসলে জীবনযুদ্ধে আমরা যতই ইঁদুর দৌড়ের কথা বলি না কেন, প্রকৃতপক্ষে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা সবাই রেসের ঘোড়া। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে জিতলে তবেই পাওয়া যায় পুরস্কার। মধ্যবিত্ত বাঙালির এই সংকটই কেড়ে নিয়েছে তার যাবতীয় শখ-আহ্লাদ। চোরাগোপ্তাভাবে সবাই যেমন রেসুরে, তেমনি নিজের অজান্তেই সমস্ত ধকল কাঁধে নিয়ে প্রত্যেক মানুষ এক একজন রেসের ঘোড়া।

ঘোষের কথামতো রেস শুরু হয়। কিন্তু নাট্যকার অভাবনীয় এক ঘটনা ঘটান এখানে। রেসের মাঝপথেই থেমে যায় একটি ঘোড়া। বুড়ো ঘোষের হার্ট অ্যাটাক হয়—"দুজনেই জীবন পণ করে হামাগুড়ি দিতে থাকে। হঠাৎ ঘোষদার বুকের বাঁ দিকে প্রচণ্ড ব্যথা। ... জীবনের রেস শেষ করে দিয়ে ঘোষদা মুখ থুবড়ে পড়ে মরে যায়" (মুখোপাধ্যায় ১২০)।

আর আমরা দেখতে পাই রেস জেতার আনন্দে উন্মত্ত কালীপদকে। জয়ী কালীপদকে। মৃত ঘোষদার পকেট থেকে সে টাকা বের করতে যায়। নায়ারের বারংবার বকুনি সত্ত্বেও বন্ধু ঘোষদার জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা করে না কালীপদ। তার আপাত সরল অথচ গভীর সংলাপ বিস্ময়ে বিমূঢ় করে রাখে আমাদের—"মরে আমরা সবাই গেছি—আমরা কেউ বেঁচে নেই—আমার হকের টাকা আমি জিতেছি—আমার হকের টাকা" (মুখোপাধ্যায় ১২১)।

অবশেষে যদিও নায়ারের চড় খেয়ে হুঁশ ফেরে কালীপদর। পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বের দিকে পা বাড়ায় সে। মৃত ঘোষদার দেহের পাশে কান্নায় ভেঙে পড়ে কালীপদ। তবে সেই কান্নার ভেতরেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে জিতেও টাকা না পাওয়ার তীব্র আক্ষেপ। নাটকের যবনিকা ঘনিয়ে ওঠে এইখানে।

সুতরাং সমগ্র নাটক পরিশেষে বলতে পারি, *ঘোড়া ঘোড়া* নাটকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ফুটে উঠেছে মধ্যবিত্ত তিনটি মানুষের জীবনযন্ত্রণা। পাশাপাশি মূল চরিত্রের বাইরে বাকি চরিত্রগুলি অন্তর্বয়নেও ফুটে উঠেছে যুগযন্ত্রণার ভাষ্য।

পরিশেষে উল্লেখ্য *ঘোড়া ঘোড়া* নামেরই লেখকের একটি ছোটোগল্প আছে। ঘটনা ও কালক্রম মোটামুটি একই

থাকলেও গল্পটিতে নাটকের মতো এরকম চরিত্রচিত্রশালা আমরা খুঁজে পাই না। পাশাপাশি নাটকের যে চরম পরিণতি আমরা দেখতে পাই, ছোটোগল্পের পরিণতি অনেকাংশে open ending গোত্রের। তবুও তার অন্তর্বয়নেও মধ্যবিত্তের জীবনসংকটই সুচারুভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। আমরা বলতে পারি *ঘোড়া ঘোড়া* নাটক এবং ছোটোগল্পটি একে অপরের পরিপূরক।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

তথ্যসূত্র

মুখোপাধ্যায়, মিলন। *ঘোড়া ঘোড়া। যদিও সঙ্গী*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৫।

শাশমল, মধুমিতা। "শিল্পী ও সাহিত্যিক মিলন মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর 'ওড়াউড়ি'।" *খোয়াই*, সম্পা. কিশোর ভট্টাচার্য, সংখ্যা ৩৪, ৭ পৌষ ১৪২৫, পৃ. ১০২-১০৯।